# র‍্যাগিং রোধের প্রচারে ফুটবলের হোর্ডিং

## অভিনব উদ্যোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম সারির ফুটবল ক্লাবগুলিতে যাঁরা প্রথম খেলতে আসেন তাঁদের সাহায্য করেন সিনিয়র ফুটবলাররা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নতুন পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে পড়তে আসেন তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসুক সিনিয়র পড়ুয়ারা। র‍্যাগিং রোধে এই বার্তা রেখে প্রচার চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে।

র‍্যাগিং কথাটি উঠলেই আতঙ্কে থাকতে হয়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নতুন পড়ুয়াদের। অনেক সময় পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকরাও আতঙ্কে থাকেন র‍্যাগিং নিয়ে। র‍্যাগিং বন্ধ করতে একাধিক আইন থাকলেও সব সময় যে সেই আইন প্রয়োগে লাভ হয়েছে এমনটি নয়। র‍্যাগিং-এর অপরাধে বহু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি র‍্যাগিং-এর শিকার হয়ে অনেকের পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তবুও বন্ধ হয়নি র‍্যাগিং। বরং বেড়েই চলেছে র‍্যাগিং-এর ঘটনা। আইন, বিধি ব্যবস্থা, কঠোর শাস্তিতেও যখন বন্ধ হচ্ছে না র‍্যাগিং, তখন র‍্যাগিং প্রতিরোধে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। র‍্যাগিং প্রতিরোধে ফুটবল খেলাকে হাতিয়ার করে সচেতনতার প্রচার চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

ফুটবলের হার-জেতা যেমন দলের ঐক্যের উপর নির্ভরশীল, তেমনই পড়ুয়াদের ঐক্যেই জোর দেওয়া হয়েছে যাদবপুরের র‍্যাগিং রোধের প্রচারে। গোষ্ঠ পাল থেকে পেলে বা মারাদোনার মতো নামী ফুটবলারদের আদর্শ সামনে রেখে র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচারে নেমেছে যাদবপুর। প্রচারের কৌশল ও থিম তৈরিতে মূল কারিগর যাদবপুরের প্রাক্তন ছাত্র পেশায় তথ্যচিত্র নির্মাতা পরাগ সরকার। বাঙালীর কাছে ফুটবল এবং মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, ঐতিহ্যবাহী এই দুই আবেগের সুন্দর মিশেল তিনি করেছেন র‍্যাগিং রোধে প্রচারের হোর্ডিংগুলিতে। হোর্ডিং-এ বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাঙালীর আবেগ কিভাবে মাঠের বাইরেও ঐক্যবদ্ধ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের আনাচে-কানাচে এই ধরনের এক ডজন হোর্ডিং লাগানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়তে আসা নতুন পড়ুয়াদের সাধারণত র‍্যাগিং করে থাকে সিনিয়র দাদারা। পরম্পরা ধরে এভাবেই চলে আসছে র‍্যাগিং। বহু জুনিয়রদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ফলে গোষ্ঠ পাল, পেলে, মারাদোনা বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু, ফুটবল মাঠে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়েই তাঁরা সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন। এই ঐক্যের ধারণাতেই জোর দেওয়া হয়েছে প্রচারের নানা আঙ্গিকের ছবিতে। প্রথম সারির ফুটবল ক্লাবগুলিতে যাঁরা প্রথম খেলতে আসেন তাঁদের সাহায্য করেন সিনিয়র ফুটবলাররা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নতুন পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে পড়তে আসেন তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসুক সিনিয়র পড়ুয়ারা—এই বার্তাই রাখতে চায় হোর্ডিং। পেলে, মারাদোনারা যখন প্রথম ক্লাবে খেলতে এসেছিলেন তখন সিনিয়ররা সাহায্য, সহযোগিতা করেছিলেন। আবার তাঁরা যখন সিনিয়র হয়ে গেছেন তখন জুনিয়রদের সাহায্য করেছিলেন বিশ্বখ্যাত এই ফুটবলাররা। তাঁরা পারলে, পড়ুয়ারা কেন পারবেন না—এই বার্তাই রাখতে চায় হোর্ডিং-এর ছবিগুলি।